16

ভোরের কাগজ

তারিখ 29 AUG 1998
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৭

শিক্ষক নেতাদের সংবাদ সম্মেলন

ময়মনসিংহে অগ্রণী ব্যাংকের দুই শাখার বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ

ময়মনসিংহ থেকে নিয়ামুল কবীর সজল : ময়মনসিংহ জেলার অগ্রণী ব্যাংকের দুটি শাখায়, বেতন-ভাতা তুলতে গিয়ে শিক্ষকরা হয়রানিসহ, ব্যাংক কর্মচারীদের অসদাচরণের শিকার হচ্ছেন বলে জেলা শিক্ষক সমিতি নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ এ অভিযোগ উত্থাপন করেন।

লিখিত বক্তব্যে শিক্ষক সমিতি নেতৃবৃন্দ জানান, মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি ও বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষক-কর্মচারীগণের বেতন-ভাতার সরকারি অংশ প্রদানের দায়িত্ব, ঢাকা বিভাগের জন্য অগ্রণী ব্যাংকের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। শিক্ষক-কর্মচারীরা দু'এক মাস অন্তর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ অগ্রণী ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা থেকে উত্তোলন করে আসছেন। কিন্তু জেলার ঈশ্বরগঞ্জ থানার আঠারবাড়ী শাখা অগ্রণী ব্যাংক এবং ময়মনসিংহ বড়বাজার শাখায় শিক্ষক, কর্মচারী এবং ছাত্রীরা বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

ঈশ্বরগঞ্জ থানার অগ্রণী ব্যাংক আঠারবাড়ী শাখার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো, দু'এক দিন না ঘুরে, বেতন-ভাতার সরকারি টাকা উত্তোলন করা যায় না। গত ফেব্রুয়ারি থেকে শিক্ষক কর্মচারীদের নামে, আলাদা আলাদা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে টাকা উত্তোলন করার জন্য সরকার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক শিক্ষক-কর্মচারী টাকা গ্রহণের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন মর্মে ৫০ টাকা মূল্যমানের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে 'অঙ্গীকার নামা স্বাক্ষর করে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় ইতিপূর্বেই দাখিল করেছেন।

শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারীদের স্বাক্ষর ও বিদ্যালয় কমিটির সভাপতির প্রতিস্বাক্ষরে দুই কপি বিবরণী তালিকাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র বিলের সঙ্গে জমা দিতে হয়। কিন্তু অগ্রণী ব্যাংক, আঠারবাড়ী শাখায় শিক্ষক-কর্মচারীদের এক কপি তালিকায় চার টাকা মূল্যমানের রাজস্ব টিকিট সংযুক্ত না করলে বিলের কোনো কাগজপত্রই গ্রহণ করা হতো না। বিষয়টি ময়মনসিংহ আঞ্চলিক শাখায় লিখিতভাবে অবহিত করা হলে মে/৯৮ মাসের বেতন বিলের তালিকায় 'রাজস্ব টিকিট' সংযুক্ত না করেই টাকা উত্তোলন করা হয়েছে।

শিক্ষকরা আরো অভিযোগ করেন যে, ঈশ্বরগঞ্জ চরনিখলা উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকা (জুলাই/৯৭-ডিসেম্বর/৯৭) প্রদান করা হয়েছে ২৮ মে/৯৮ দুজন ছাত্রী অসুস্থ থাকায় নির্ধারিত দিনে টাকা গ্রহণ করতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে চেক দিয়ে প্রথমে একজন শিক্ষক ও পরবর্তী সময়ে সংশ্লিষ্ট ছাত্রী ও অভিভাবককে ব্যাংক শাখায় পাঠানো হলেও আজ পর্যন্ত তাদেরকে টাকা প্রদান করা হয়নি বরং অবান্তর মন্তব্য করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অভিযোগটি হলো শহরের বড়বাজারে অবস্থিত অগ্রণী ব্যাংক ময়মনসিংহ শাখার বিরুদ্ধে। এ ব্যাংকের ব্যবস্থাপকও শিক্ষক-কর্মচারীদের টাকা প্রদানে নানাভাবে হয়রানি করছেন। ব্যবস্থাপক স্কুল ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদনপত্র ও স্বীকৃতি নবায়নপত্র ব্যতীত টাকা প্রদানের অনুমতি দিচ্ছেন না। শিক্ষকরা জানান, জেলা সদরের স্কুলগুলোর সভাপতি হলেন পদাধিকার বলে জেলা প্রশাসক। তিনি অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণকে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে টিএনওকে তার পক্ষে সভাপতি হিসেবে লিখিতভাবে দায়িত্ব অর্পন করে থাকেন। প্রতিটি বিলে এবং সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সভাপতি হিসেবে পুর্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাগণ স্বাক্ষর করে থাকেন। শিক্ষকরা বলেন, জেলা প্রশাসক কিংবা তার মনোনীত প্রতিনিধির প্রতিস্বাক্ষরিত বিল পাস না করে সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপক জেলা প্রশাসনের প্রতি অবজ্ঞাই প্রদর্শন করছেন।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ময়মনসিংহ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক দুকুল চন্দ্র দেব, সভাপতি মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, প্রবীণ শিক্ষক নেতা মোমতাজ উদ্দিন প্রমুখ।

শিক্ষকদের অভিযোগের প্রেক্ষিতে ব্যাংক কর্তৃপক্ষের বক্তব্য জানার জন্য প্রতিবেদক গত ১৬ আগস্ট, অগ্রণী ব্যাংক ছোট বাজারস্থ আঞ্চলিক শাখায় যান। কার্যদিবস হওয়া সত্ত্বেও উপমহাব্যবস্থাপক সকাল ১১টা পর্যন্ত ব্যাংকে এসে পৌছাননি। সাপ্তাহিক ছুটিতে তিনি ঢাকা গিয়েছিলেন।